ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতী শিয়াদের আসল চেহারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিস্তারিত বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন

আশ শাবাবুল মুমিন (মুমিন যুবক) নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা

বদরুদ্দীন হুতী হিযবুল হক দলের সহ সভাপতি হিসেব কাজ করতেন। কিন্তু সংগঠনের সভাপতি মাজদুদ্দীন আল মুয়াইদীর সাথে তার মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মতবিরোধের কারণ ছিল দুটি:

১) ইমামিয়া মাসয়ালায় হুতী এবং তার অনুসারীদের গোঁড়ামিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা।

২) ইরানের খোমেনী বিপ্লবের আদর্শের দিকে প্রচণ্ড ভাবে ঝুঁকে পড়া।

এই মতবিরোধের জের ধরে হুতী এবং তার অনুসারীরা হিযবুল হক থেকে বের হয়ে আশ শাবাবুল মুমিন (মুমিন যুবক) সংগঠনে যোগ দেয়। যে সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তারা ইতোপূর্বে ১৯৯৭ সালে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইরান এবং তৎকালীন ইয়েমেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আশ শাবাব সংগঠনটি তাদের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে উত্তর ইয়েমেনের সাদাহ অঞ্চল সহ কয়েকটি জেলার অনেক যুবক,অল্প বয়সী তরুণ এবং বিভিন্ন গোত্রের সাধারণ জনগণকে তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়।

১৯৯৭ সালে বদরুদ্দীন হুতী সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তার সংগঠনের কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে।

এরপর শিয়া রাফেযিয়া, ইমামিয়া, ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে তাদের সাথে একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করে এবং ইরান বিপ্লবের স্তুতি গাইতে থাকে-যাতে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা ইয়েমেনের মাটিতে বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হয়।

তারপর তিনি তার অনুসারীদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে আরম্ভ করেন এবং তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যেন তারা অন্ধভাবে তার নির্দেশ পালন করে।

তারপর ইয়েমেন সরকারের জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয় এবং বাস্তবেই তারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়ে। ২০০৪ সালে সরকারী বাহিনীর সাথে হুতী বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু এ বছরই তিনি সরকারী বাহিনীর হাতে নিহত হন। তার নিহত হওয়ার মাধ্যমে এসব আক্রমণ ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4494

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন